যুগান্তর

তারিখ 28 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

চুয়াল্লিশ হাজার আসনে ৬ লাখ প্রতিযোগী

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার মাত্র ৪৪ হাজার আসনের জন্য লড়াইয়ে নামছে প্রায় ৬ লাখ শিক্ষার্থী। বিপরীত দিকে আরও অন্তত ২ লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তিবঞ্চিত হওয়ার আশংকাও রয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা 'ভর্তির মহাযুদ্ধে'র রূপ নিতে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সীমিত আসন ব্যবস্থা এবং অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আস্থাহীনতা, চড়া টিউশন ফি ইত্যাদি কারণেই এ দশা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'মহাযুদ্ধ' মন্তব্যটির সঙ্গে একমত নন। তিনি জানান, দেশে পর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে কোন সমস্যা হবে না। তবে এটা ঠিক,-মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। সে বিচারে ৩টি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাবে।

> সেপ্টেম্বরে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষা মহাযুদ্ধে রূপ নিতে যাচ্ছে

এবার উচ্চশিক্ষায় ভর্তি মৌসুম শুরু হচ্ছে আগেভাগেই। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১২ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ছাড়া হবে ভর্তি ফরম। এবারও অনলাইনে এ কাজ সমাধা করা হবে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী 'ক' ইউনিটের (বিজ্ঞান) ভর্তি পরীক্ষা ১২ অক্টোবর, 'খ' ইউনিটের (মানবিক) ১৯ অক্টোবর, 'গ' ইউনিটের (ব্যবসায় শিক্ষা) ২ নভেম্বর, 'ঘ' ইউনিটের (বিভাগ পরিবর্তন) ৯ নভেম্বর এবং 'চ' ইউনিটের (চারুকলা) ভর্তি পরীক্ষা ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সামগ্রিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদ জানান, গত বছরের মতো এবারও আবেদনপত্রের ফি

প্রতিযোগী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

প্রতিযোগী : আসনে ৬ লাখ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৩০০ টাকা ধরা হয়েছে। তবে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে গত শিক্ষাবর্ষে যেসব শর্ত ছিল তা এবারও বহাল থাকছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ১৩ অক্টোবর। চলবে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন।

বরাবরই এগিয়ে থাকা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান বুয়েটে অবশ্য এবার পিছিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ভিসি-প্রোভিসি হটাও আন্দোলনের কারণে এখন পর্যন্ত তারা ভর্তি সময়সূচি ঘোষণা করতে পারেনি। যদিও ভিসি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি খুব শিগগিরই ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করবেন। কিন্তু তিনরা পদত্যাগ করায় তার এ প্রত্যাশা অবশ্য পূরণের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে মোট পাস করেছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন। এর মধ্যে সব বোর্ড মিলে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জন। জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ পেয়েছে ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৩৮২ জন। সব মিলে এ বছর পাস করা এ ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৪ জন শিক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবে। এছাড়া গত বছর চান্স না পাওয়া বা দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত ভালো বিষয়ে পড়ার মানসে আরও বেশকিছু শিক্ষার্থী সাধারণত ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। সে হিসেবে প্রায় ৬ লাখ বা তার কিছু বেশি এবার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অংশ নেবে ভর্তির লড়াইয়ে। কেননা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন মেডিকেল, বুয়েট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকা দেশের ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউট মিলে আসন মাত্র ৪৪ হাজারের মতো। এ ৪৪ হাজারের বিপরীতেই মূলত প্রতিযোগিতা হবে। এ অবস্থায় পছন্দের প্রতিষ্ঠানে চান্স না পেয়ে ভালো ফল এমনকি জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজে পড়তে হবে।

এর বাইরে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা না হলেও অপেক্ষাকৃত কম জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীরা অনার্সে ভর্তির ফরমই কিনতে পারবে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেয়া শর্তের কারণে। দেশে বর্তমানে ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় না।

উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লাখ ২ হাজার আসন রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার সরকারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অনুমোদিত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯টি কলেজে স্নাতকে (সম্মান) ১ লাখ ৯০ হাজার এবং প্রায় ১৭শ' কলেজে পাস কোর্সে প্রায় ২ লাখ, কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ও কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ৪৫৫টি, ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৩৯৪টি, ৪১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৫৫টি, সরকারি-বেসরকারি ১৪টি ডেন্টাল কলেজে ৯১০টি এবং ১৬টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (বিএসসি) ১ হাজার ৬৫টি আসন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪৬৭, রাজশাহীতে ৩১৭৫, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫০, বুয়েটে ৯৯১, চট্টগ্রামে ৩৯৯২, জাহাঙ্গীরনগরে ১৬০৬, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৩০, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮২৯, খুলনায় ৭১৬, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩০, হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮১, মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০, পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ', শেরেবাংলা কৃষিতে ৪২৫, চুয়েটে ৫৮১, রুয়েটে ৪৮০, কুয়েটে ৪৮০, ডুয়েটে ৪৪০, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩০, জগন্নাথে ২৪৭০, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১০, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারিতে ১১০, সিলেট কৃষিতে ২শ', যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২শ', ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে ৭৪৪, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৪০, পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২শ', উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০৯০টি আসন রয়েছে। গোপালগঞ্জের শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। গোপালগঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন ৫টি বিভাগ খোলায় সেখানে আরও সাড়ে ৫শ' শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি করা যাবে। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ কম। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আসনের এ হিসাব, ভর্তি সমস্যা, শিক্ষার্থীদের অনীহা ইত্যাদি কারণে প্রায় ২ লাখ শিক্ষার্থী এবার কোথাও ভর্তি হতে পারবে না।

বিজ্ঞাপনের বাহার : মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের অভাব আর ভর্তি সংকটের এ সুযোগে মানহীন বেসরকারি আর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর বাইরে যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া, সাইপ্রাসসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতে ভর্তির ফাঁদও কম নয়। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই এ ধরনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফাঁদ পেতে বসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর ফলে অনেকেই প্রতারিত হতে পারেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একদিকে অভিভাবক-শিক্ষার্থী, অন্যদিকে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।